দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 SEP 1988 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ৮ ... কলাম ৭ ... ...

জনমত

ঢাকা কলেজের ভর্তি পরীক্ষা

গত ৩রা সেপ্টেম্বর ছিল ঢাকা কলেজের একাদশ শ্রেণীর বাণিজ্য শাখার ভর্তি পরীক্ষার দিন। কিন্তু দেশের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ২রা সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করার কথা প্রচার করা হয়।

স্বভাবতই এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যায়নি। কিন্তু কিছু সংখ্যক ছাত্র যারা এই ঘোষণা শোনেননি বা কৌতুহলবশত ঢাকা কলেজে পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হয় তাদের নিয়ে ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ এই ঘোষণা সত্ত্বেও ৩রা সেপ্টেম্বর পরীক্ষা গ্রহণ করেন। ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ঘোষণা মোতাবেক ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কেন ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করলেন তা বোধগম্য নয়। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ এক দিকে যেমন ন্যায় নীতির পরিপন্থী কাজ করেছে অন্য দিকে তেমনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য ছাত্র বাছাই করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তাই ন্যায়নীতির খাতিরে ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করে এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিবেন বলে আমরা আশা করি।

নিপুন ও সমি
মতিঝিল এজিবি কলোনী
ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে

আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর ১ম বর্ষ অনার্স পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু বন্যাজনিত কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হও যায় অনেক ছেলেমেয়ের পক্ষে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বহু ছাত্রছাত্রী পানিবন্দী অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছে। তাদের অনেকের পড়ালেখা চালিয়ে যাবার সামান্যতম সুযোগটিও ঘটছে না। বহু ছাত্র বন্যার খবর শুনে দেশে গিয়ে পানিবন্দী হয়ে আছে। ঢাকায় ফিরে আসতে পারছে না। আবার ঢাকায় অবস্থান রত ছাত্রছাত্রীরা মানসিক দিক থেকে হয়ে পড়েছে চিন্তাযুক্ত। আমার দু ছেলেমেয়ে ১ম বর্ষ অনার্সের ছাত্রছাত্রী। আজ ১৫/১৬ দিন যাবৎ তাদের পড়ালেখার পরিবেশ করে দিতে আমি অক্ষম হয়েছি। অধিকন্তু গলাপানির মাঝে দিন কাটিয়ে কাটিয়ে হাপিয়ে উঠেছি। যদিও এর আগে একবার পড়ালেখার সুযোগদানের জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে সুযোগ থেকে বহু ছাত্রছাত্রী অসহায়ভাবে হয়েছে বঞ্চিত। তাই ১ম বর্ষ অনার্স কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা অন্তত দু সপ্তাহ পিছিয়ে দিলে এই ছাত্রছাত্রীরা তাদের ক্ষতিটা পূরণ করে নেয়ার সুযোগ পাবে। সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটি ভাববার অবকাশ রাখে বলে মনে করি।

—জনৈক অভিভাবক
মীরপুর, ঢাকা।

162